Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/231
Peer Reviewed & Refereed Journal, MAR-APRIL 2024, Vol- 12/82
https://doi.org/10.5281/zenodo.11216097

উপবনবিনোদে বৃক্ষায়ুর্বেদ

Avik Tripathy

Research Scholar, Department of Sanskrit,Seacom Skills University,

Birbhum, West Bengal, Email Id- aviktripathy9@gmail.com

Paper Received On: 20 MAR 2024

Peer Reviewed On: 28 APRIL 2024

Published On: 01 MAY 2024

Abstract

বৃক্ষের যে প্রাণ আছে, তাদের ও যে অনুভব ক্ষমতা আছে, তারাও খাদ্যগ্রহণ করে, শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, দিনের শেষে তারাও যে বিশ্রাম গ্রহণ করে একথা আজকের আবিষ্কার নয়, বহু পূর্বে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ অথর্ববেদেই উল্লেখ রয়েছে–"অস্থূর্বৃক্ষা ঊর্ধ্বস্বপ্রাস্তিষ্ঠাৎ" (৬, ৪৪,১) ।

বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়ে গ্রন্থের আধিক্য না থাকলেও মহর্ষি শার্ঙ্গধরের "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" এমন একটি কোশগ্রন্থ যা বহু বিষয়ে তৎকালীন সময়ের অন্তরালে থাকা জ্ঞানরাশিকে সর্বসমক্ষে এনে দিয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান, ঔষধি, চিকিৎসা, রাজনীতি, অর্থনীতি, রসায়ন বিদ্যা, রূপচর্চাবিদ্যা, সমালোচনা মূলক আলোচনা, দর্শন, যুদ্ধনীতি, প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা এই গ্রন্থে বর্ণিত।সকল বিষয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ আলোচনা করলেও "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" র "উপবনবিনোদঃ" নামক উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থটি উপেক্ষিত থেকে যায়। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বৃক্ষ পরিচর্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

ভূমিকা

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সত্যিই যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষা সংস্কৃত ভাষাও ততটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই ভাষায় বেদ পুরাণ উপনিষদ সহ এমন

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

কোনো বিষয় নেই যা রচিত হয়নি। এই সুবিশাল জ্ঞানরাশির অনেক অমূল্য সম্পদই আজকালের নিয়মে হারিয়ে গেলেও বহু মূল্যবান সম্পদ উপেক্ষিত থেকে গেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য যেমন সুবিশাল তেমনি সমৃদ্ধ। বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে আয়ুর্বেদ, একে পঞ্চমবেদ ও বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদকে ঋগ্বেদ বা, অথর্ববেদের উপবেদ ও বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ থাকায় একে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ও বলা হয়। এই আটটি অঙ্গ হল –

১. কায়চিকিৎসা (ভৌতবিদ্যা)

২. শল্য (সার্জারি)

৩. শালাক্য

৪. কৌমারভৃত্য

৫. ভূতবিদ্যা

৬. বিষচিকিৎসা

৭. রসায়নতন্ত্র এবং

৮. বাজীকরণতন্ত্র।

মূল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ছাড়াও কয়েকটি শাখা আয়ুর্বেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন। এমন ই একটি শাখা বৃক্ষায়ুর্বেদ, যাতে উদ্ভিদবিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে। তথাকথিত জড় জগৎ ও চেতন জগতের সান্নিধ্য এবং উদ্ভিদ জগতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বৃক্ষায়ুর্বেদ থেকে জানা যায়।

"বৃক্ষায়ুর্বেদ" – কথাটির আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় = বৃক্ষ + আয়ুর্বেদ = বৃক্ষায়ুর্বেদ। অর্থাৎ বৃক্ষের জন্য যে আয়ুর্বেদ, তা ই হল "বৃক্ষায়ুর্বেদ"।

বৃক্ষের যে প্রাণ আছে, তাদের ও যে অনুভব ক্ষমতা আছে, তারাও খাদ্যগ্রহণ করে, শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, দিনের শেষে তারাও যে বিশ্রাম গ্রহণ করে একথা আজকের আবিষ্কার নয়, বহু পূর্বে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ অথর্ববেদেই উল্লেখ রয়েছে – " অস্থূর্বৃক্ষা ঊর্ধ্বস্বপ্রাস্তিষ্ঠাৎ " (৬, ৪৪,১)।

বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়ে গ্রন্থের আধিক্য না থাকলেও মহর্ষি শার্ঙ্গধরের "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" এমন একটি কোশগ্রন্থ যা বহু বিষয়ে তৎকালীন সময়ের অন্তরালে থাকা জ্ঞানরাশিকে সর্বসমক্ষে এনে দিয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান, ঔষধি, চিকিৎসা, রাজনীতি, অর্থনীতি, রসায়ন

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

বিদ্যা, রূপচর্চাবিদ্যা, সমালোচনা মূলক আলোচনা, দর্শন, যুদ্ধনীতি, প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা এই গ্রন্থে বর্ণিত।

সকল বিষয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ আলোচনা করলেও "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" র "উপবনবিনোদঃ" নামক উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ টি উপেক্ষিত থেকে যায়। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বৃক্ষ পরিচর্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ের আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে কতখানি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বলাই বাহুল্য। এই আয়ুর্বেদ জাতীয় গ্রন্থগুলি কেবল মানবজাতির কল্যাণেই রচিত হয়নি এগুলির মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ মানবজাতির কল্যাণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের কল্যানের জন্যও রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা যে বেশ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বলাই বাহুল্য। কৃষিবিদ্যা তথা, উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ থাকলেও "শার্ঙ্গধরপদ্ধতি" নামক কোশগ্রন্থের "উপবনবিনোদঃ" নামক অংশটি উল্লেখযোগ্য।

"উপবনবিনোদঃ" - কথাটির বিশ্লেষণ করে দুটো শব্দ পাই - "উপবন" ও "বিনোদঃ। " উপবন" কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল - উদ্যান, বাগিচা, বাগান এবং "বিনোদঃ" কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল- বিহার, আমোদ, তবে বিশেষ অর্থ হল- সুন্দর, মনোরম, মনোহর। অর্থাৎ "উপবনবিনোদঃ" কথাটির প্রকৃত অর্থ হল - "মনোরম উদ্যান " । অর্থাৎ সুন্দর উদ্যান নির্মাণের কৌশলকেই পক্ষান্তরে আমরা "উপবনবিনোদঃ" বলতে পারি।

বৃক্ষ বিষয়ক এহেন মহান সৃষ্টি "উপবনবিনোদে" র স্রষ্টা শার্ঙ্গধর বিষয়ে শার্ঙ্গধর পদ্ধতির ভূমিকাতে গ্রন্থকারের বিশদ বংশপরিচয় আছে। তা থেকে জানা যায় যে শাকম্ভরী দেশের (বর্তমানে বুন্দেলখণ্ড) চৌহানবংশীয় রাজা হম্মীরের (1283- 1301, 13-14 শতাব্দী) রাজসভার সদস্য ছিলেন তিনি। হম্মীর বিদ্বান ও গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজি তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। আলাউদ্দিনের সমসাময়িক না হলে হয়তো ইতিহাসে এক মহান শাসক বলে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকতো।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

গুজরাটের নাগর গোষ্ঠীভুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের রাঘব দেবের তিন পুত্র- গোপাল, দামোদর, দেবদাস। শার্ঙ্গধর দামোদরের পুত্র। তিনি রাজাদেশে প্রজাদের কল্যাণে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

"শার্ঙ্গধরসংহিতা" নামে যে আয়ুর্বেদ সংগ্রহ গ্রন্থটি আছে, যেটিকে "লঘুত্রয়ী" র মধ্যে ধরা হয়। তার লেখক ও এই গ্রন্থের লেখক এক নাও হতে পারেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতরা দ্বিধাবিভক্ত।

সমগ্র গ্রন্থটিতে মোট ১৫ টি অধ্যায় ও 238 টি মূল শ্লোক রয়েছে, সেই সঙ্গে পরিশিষ্টাংশে অন্যান্য উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য পংক্তি উদ্‌ধৃতি হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অধ্যায় ভিত্তিক বিশ্লেষণ

১ম অধ্যায়টির নাম - "তরুমহিমা"।

এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ২৩ টি। বস্তুত এই অধ্যায়ে বিভিন্ন বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন –

" যাবদ্দিনানি তুলসী রোপিতা যদ্গৃহে বসে।
তাবদ্বর্ষসহস্রানি বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে।। ৮।। "

বৃক্ষরোপণ যে কতবড় মহৎ কাজ সে কথা ও উল্লেখিত হয়েছে বারংবার। বস্তুত আমাদের সবার জীবনে গাছের ভূমিকা অনেকখানি।এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটি তাৎপর্যপূর্ণ অসাধারণ শ্লোক উপস্থাপন করেছেন -

"দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমো হ্রদঃ।
দশহ্রদসমঃ পুত্রও দশপুত্রসমো দ্রুমঃ।। ৫।। "

বস্তুত তৎকালীন সময়ে বৃক্ষ কে কতখানি উচ্চ নজরে দেখা হত, এটি তার ই নমুনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম "নিবাসাসন্নতরুশুভাশুভলক্ষণানি "।

এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ১০ টি। বস্তুত এই অধ্যায়ে বাসগৃহের নিকটে কিংবা নিবাসস্থলের চারপাশে উপস্থিত বৃক্ষসমূহের শুভাশুভ গুণাবলীর বিচার বিশ্লেষিত হয়েছে। বৃক্ষ বা উদ্ভিদ আমাদের সবার রোপণ করা উচিত। কিন্তু বৃক্ষরোপণ এর

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ক্ষেত্রে বিশেষত বাসগৃহে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে দিক বা স্থান বিচার করে রোপণ করার বিধি বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। আধুনিক বাস্তুশাস্ত্রেও এর উল্লেখ রয়েছে।
বাসগৃহের কোন দিকে কোন গাছ রোপণ করা শুভ কোনদিকে কোন গাছ রোপণ করা অশুভ তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বৃক্ষরোপণ এর ক্ষেত্রে এই বিষয়ে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। লেখকের মতে -

"গৃহস্য পূর্বদিগ্‌ভাগে ন্যগ্রোধঃ সর্বকামিকঃ।
উদুম্বরস্তথা যাম্যে বারুণ্যাং পিপ্পলঃ শুভঃ।
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যো বিপরীতাংস্তু বর্জয়েৎ।।২৪।।"

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম "ভূমিনিরূপণম্"।

এই অধ্যায়ে ৯ টি শ্লোক রয়েছে। এই অধ্যায়ে বৃক্ষরোপণের জন্য বৃক্ষরোপণের পূর্বে আদর্শ মৃত্তিকা নির্বাচন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকারভেদ বিষয়ক আলোচনা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তৎকালীন সময়ে ভূমিরূপ বিষয়ে এতখানি সুগভীর জ্ঞান! সত্যি অকল্পনীয়।
মানুষ সর্বভূক হলেও প্রত্যেক মানুষের যেমন নিজস্ব পছন্দের কিছু খাদ্য থাকে, সেইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীর উদ্ভিদ ও ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা পছন্দ করে। যেকোনো মৃত্তিকায় সব গাছ ভালো হয় না। তাই বৃক্ষরোপণের পূর্বে সঠিক মৃত্তিকা নির্বাচন করা প্রয়োজন।
এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন -

"পনসলকুচতালীবংশজম্বীরজম্বু।
তিলকবটকদম্বাম্রাতকখর্জুর পূগাঃ।
কদলীতিনিশমৃদ্বীকেতকীনালিকের
প্রভৃতয় ইতি চান্যে প্রায়শোনুপজাঃ স্যুঃ।। ৪০।।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম "পাদপবিবক্ষা"।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৭ টি। বস্তুতঃ এই অধ্যায়ে উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে উদ্ভিদ কত প্রকারের হয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে। বাস্তবিকই বৃক্ষরোপণের পূর্বে বৃক্ষ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ বৃক্ষের প্রকৃতি অনুযায়ী পরিচর্যা ও ভিন্ন হয়ে থাকে। বৃক্ষের শ্রেণীকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"বনস্পতিদ্রুমলতাগুল্মাঃ পাদপজাতয়ঃ
বীজাৎকাণ্ডাস্তথা কন্দাস্তজ্জন্ম ত্রিবিধংবিদুঃ।।৪৩।।"

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম "বীজোপ্তিবিধিঃ।

এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৭ টি। এই অধ্যায়ে বীজ বপন পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিজমি নির্বাচন বা উপযুক্ত মৃত্তিকা নির্বাচন করার পর উদ্ভিদ পরিচর্যার প্রথম পদক্ষেপ বীজবপন। কিভাবে বীজবপন করা উচিত সে প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। কোন বীজ কিভাবে বপন করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন –

"সম্যক্‌কৃষ্টে সমে ক্ষেত্রে মাষানুপ্ত্বা তিলাংস্তথা।
সুনিষ্পন্নানপনয়েস্তত্র বীজোপ্তিরিষ্যতে।।50।।"

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম "রোপণবিধানম্"।

এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ১৪ টি। বীজ বপনের পর ছোটো ছোটো চারা জন্মালে, সেই চারাগাছ রোপণ করার বিধি বা পদ্ধতি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ উদ্ভিদের সুন্দর গঠন, ফল ফুল ধারণ এসব কিছুর জন্য আবহাওয়া, অনুকূল পরিবেশ, উপযুক্ত মৃত্তিকা নির্বাচনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। চারা রোপণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন –

"অযথাবিহিতানাং যন্মনোজ্ঞতাসংপদৌ নস্তঃ।
কথয়াম্যতস্তরুণাং রোপবিধানং যথোদ্দিষ্টম্।।৫৭।।"

সপ্তম অধ্যায়ের নাম "নিষেচনবিধিঃ"।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

এই অধ্যায়ে ৬ টি শ্লোক রয়েছে। চারা রোপণের পর গাছে কেমন জলসেচ বা জলপ্রদান করা উচিত সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। গাছে জলপ্রদানের ও যেমন নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে, ঠিক তেমনি গাছের প্রকৃতি অনুসারে জলপ্রদানবিধি ও ভিন্ন ভিন্ন। কোন শ্রেনীর গাছে কত পরিমান জল কিভাবে দিতে হবে , যেমন ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে দিতে হবে নাকি তীব্র গতিতে দিতে হবে সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে এই পর্বের শ্লোকগুলিতে। যেমন –

"সর্বব্যাপী নবোপ্তস্য সায়ং প্রাতর্নিষেচনম্।
শীতাতপসমীরেভ্যো রক্ষেচ্চ সুবিধানতঃ।।৭১।।"

অষ্টম অধ্যায়ের নাম "দ্রুমরক্ষা"।

এই অধ্যায়ে ৬ টি শ্লোক রয়েছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাবের হাত থেকে গাছেদের রক্ষা করার উপায় বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ উপযুক্ত মৃত্তিকা, সঠিক বপন পদ্ধতি, সঠিক রোপণ পদ্ধতি, আদর্শ জলসেচ পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে গাছ যখন সুন্দর ও সতেজ হয়ে ওঠে ঠিক তখনই পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান, ক্ষতিকর পদার্থ, কুদৃষ্টি , বিভিন্ন কীটপতঙ্গের আক্রমণ নেমে আসে ঐ গাছের ওপরে।

পরিবেশে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ, কুদৃষ্টি, বিভিন্ন কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে গাছকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, অর্থাৎ গাছে রোগ লাগলে বা, রোগ লাগার পূর্বে সতর্কতামূলক পদক্ষপগুলি বর্ণিত হয়েছে এই পর্বের শ্লোকগুলিতে। যেমন –

"নীহারাচ্চণ্ডবাতাচ্চ ধূমাদ্বৈশ্বানরাদপি।
জালকারাৎপ্রযত্নেন রক্ষণীয়াঃ ক্ষমারুহাঃ।।৭৭।।"

নবম অধ্যায়ের নাম – "অথোপবনপ্রক্রিয়া"।

এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৯ টি।এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় – আদর্শ বাগানবাড়ি তৈরির প্রক্রিয়া বা, প্রমোদ উদ্যান (পার্ক) তৈরীর প্রক্রিয়া। এই পর্বে আলোচিত হয়েছে কিভাবে সুন্দর করে বাগান বা প্রমোদ উদ্যান তৈরী করা যায়। উদ্যানের

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে কৃত্রিম পাহাড়, ঝর্ণা, সরোবরে নৌকাবিহার ব্যবস্থা, কুঞ্জ নির্মাণ, নবজাত / সদ্য অঙ্কুরিত চারাগাছেদের তীব্র সূর্যালোকের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রীনহাউস তৈরির প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন কাব্যে – সাহিত্যে প্রমোদ উদ্যান তৈরির কথা আমরা বহুবার শুনেছি, কিন্তু তার সজ্জীকরন ও নির্মাণ কৌশল বিষয়ে কেবল এই গ্রন্থেই আমরা যথাযথ আলোচনা পাই। যেমন –

"স্থানেষ্বপরেষু তথা পাদপযুগলেষু মিথুনসংবাহ্যাঃ।
শাখাবলম্বিনীভির্দোলাঃ কার্যা লতাভিশ্চ।।৮৪।। "

ভাবলে বিষ্মিত হতে হয় বর্তমান সময়ের অনুসৃত পন্থা তৎকালীন সময়েও প্রচলিত ছিল। তৎকালীন সময়ের উদ্যানচেতনা কতখানি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল এগুলিই তার প্রমাণ।

দশম অধ্যায়ের নাম – "অথ কূপাথভূমিপরীক্ষা।"

এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৫৩ টি। এই অধ্যায়ে মূলতঃ ভৌমজল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কূপ কোন স্থানে খনন করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, বহু যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করে তবেই নিশ্চিত হওয়া যায় ভৌমজল বা ভূ–গর্ভস্থ জল কোথায় পাওয়া যেতে পারে। কেননা, এই জল শুধু পানীয়ই নয়, বরং চাষের ক্ষেত্রেও বেশ উপযোগী। তৎকালীন সময়ে মানুষের দূরদর্শিতা যে কতখানি উন্নত মানের ছিল তার প্রমাণ এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি। কোনো অত্যাধুনিক যন্ত্র ছাড়াই , প্রাকৃতিক পরিবেশ , মৃত্তিকার লক্ষণ দেখেই ভৌমজল কোন স্থানে, কতটা গভীরে পাওয়া যাবে, তার মান কেমন হবে, সে সকল বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে এই পর্বের শ্লোকগুলিতে। এই পর্বের একটি বিশিষ্ট শ্লোক হল –

" পাতালাদূর্ধ্বগমাঃ শিরাঃ প্রসর্পন্তি সর্বতো দিক্ষু।
নীরস্য ভূমিমধ্যে জ্ঞাত্বা তাঃ কল্পয়েৎ কূপম্।। ৯৪।। "

একাদশ অধ্যায়ের নাম "অথ পোষণ বিধিঃ"। এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ২৪ টি। এই অধ্যায়ে মূলতঃ গাছের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য বাসার প্রয়োগ বিধি আলোচিত হয়েছে।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

বস্তুতঃ বাগানের বা, কৃষিক্ষেত্রের গাছের সার্বিক বিকাশ ও ফল, ফুল, শস্য, সবজি ভালোমানের তথা ভালো পরিমাণে পেতে কিভাবে সার প্রয়োগ করতে হয়, কিভাবে বন্ধ্যা জমিকে পুনরায় চাষযোগ্য করে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই পর্বের শ্লোকগুলিতে। যেমন -

" সিক্তাম্ভোভিঃ পললতুষয়োঃ কুক্কুটানাং পুরীষং
মূলে দত্ত্বা সকুসুমফলা গোস্তনী বৃদ্ধিমেতি।
স্কন্ধন্যস্তৈঃ পনসতরবোণ্যাশু পালালভারৈ-
র্মূলাদগ্রং দধতি চ বচাবারিসিক্তাঃ ফলানি।।১৫৫।।"

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম "অথ কূনপজলম্"।

এই অধ্যায়ে রয়েছে ৪টি শ্লোক। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় " কূনপজলম্" নামক তৎকালীন সময়ের কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক বিশেষ শক্তিশালী তরল জৈবসার তৈরীর প্রক্রিয়া ও তার প্রয়োগ বিধি। বস্তুতঃ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে ও তরল সার - এর উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে। শুকনো সার অপেক্ষা গাছ তরল সার দ্রুত গ্রহন করতে পারে এবং উপকৃত হয় একথা বর্তমান কৃষিবিজ্ঞানীরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এই অধ্যায়ে এই বিশেষ তরল সার প্রস্তুত কিভাবে করা হবে ও তাকে কিভাবে প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম "অথ তরু চিকিৎসা"।

এই অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা ২০ টি। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বা, সমস্যায় জর্জরিত উদ্ভিদের চিকিৎসাকরণ ও সেবাপ্রদান পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন রোগে, বর্জ্রাঘাতে, পরিবেশগত কারণে আক্রান্ত গাছের চিকিৎসা, সেবা ও শুশ্রূষা কিভাবে করা হবে সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। যেমন -

" নরাণামিব বৃক্ষাণাং বাতপিত্তকফাদ্রদাঃ।
সংভবন্তি নিরুপ্যাতঃ কুর্যাত্তদ্দোষনাশনম্।।১৭৫।।"

চতুর্দশ অধ্যায়ের নাম "অথ বিচিত্রকরণম্।"

এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৩৮ টি।এই অধ্যায়ে মূলতঃ বহু বিচিত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন - গন্ধহীন ফুল প্রদানকারী গাছে গন্ধযুক্ত ফুল কিভাবে ফোটানো যায়,

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

শ্বেত কার্পাস গাছের কার্পাস তুলোর রঙ সাদা থেকে লাল কিভাবে করা যায় তার উপায়, শিমূল গাছে রঙিন তুলো জন্মানোর উপায়, বেলা ফুলগাছে রঙিন ফুল আনার উপায়, অসময়ে গাছে ফল ফুল আনানোর উপায়, ফলকে গাছেই দীর্ঘদিন কাঁচা করে রাখার উপায়, গাছে বেশিদিন পাকা ফল অক্ষত অবস্থায় ধরে রাখার উপায়, দ্রুত বীজ অঙ্কুরিত করার উপায়, বড় আকারের ফুল ও ফল পেতে কি কি করতে হবে, জলজ উদ্ভিদকে স্থলজ উদ্ভিদের ন্যায় আকার প্রদান করতে কি করনীয়, বীজহীন বড় ফল পেতে কি করনীয়, সাধারণ গাছেই কিভাবে বারোমাস ফল পাওয়া যাবে তার উপায়, তেতো স্বাদের ফলপ্রদানকারী গাছে মিষ্টি স্বাদযুক্ত ফল প্রাপ্তির উপায়, বনসাই করার পদ্ধতি, ইত্যাদি নানা বিচিত্র বিচিত্র বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। খুব সম্ভবত বহু বিচিত্র বিষয় আলোচিত হওয়ায় এই অধ্যায়ের নাম "বিচিত্রকরণম্"।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম "অথান্নাদিনিষ্পত্তিজ্ঞানম্"।

এই অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৬ টি। বস্তুতঃ এই অধ্যায়ে বিভিন্ন লক্ষণ দেখে শস্য প্রাপ্তি হবেকি হবেনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু লক্ষণ যা দেখে ফসল কেমন হবে, ভালো ফলন হবে নাকি খারাপ ফলন হবে তা বোঝার উপায়, যেহেতু কৃষি বা উদ্যানচর্চায় জলবায়ু ও আবহাওয়া, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিভিন্ন লক্ষণ দেখে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে কিনা তার পূর্বাভাস - এসবকিছুই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। যেমন -

"কলকুসুমপত্রবৃদ্ধিং বনস্পতীনাং বিলোক বিজ্ঞেয়ম্।
সুলভত্বং দ্রব্যাণাং নিষ্পত্তিশ্চাপি সস্যানাম্।।২৩২।।"

উপসংহার

সমগ্র গ্রন্থের পর্যালোচনা করে পরিশেষে বলতে পারি, বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যা অনেক উন্নত ঠিক ই, কিন্তু তা বলে প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যা কে উপেক্ষা করা চলেনা। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক এই গ্রন্থটি তৎকালীন সময়ের প্রমানিত বিজ্ঞান স্বরূপ।

প্রত্যেকদিন ই চিন্তা ভাবনা, শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগতি ঘটছে, এবং ঘটবে। ঠিক যেমন প্রথম চাকা আবিষ্কারের সূচনা ঘটেছিল গাছের গুঁড়িকে গড়িয়ে। প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানের ওপর গ্রন্থের আধিক্য না থাকলেও "উপবনবিনোদঃ"- এর মতো গ্রন্থগুলি উপলব্ধ হয়েও উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এবার সময় এসেছে আমাদের

অতীত তথা ঐতিহ্যকে জানার, নয়তো লোকায়ত বিজ্ঞান এর পাঠ ও পাঠ্য অধরা থেকে যাবে।

তথ্যসূত্র

* ঝাঁ, বিদ্যাবারিধি শ্রীকৃষ্ণানন্দ. উপবনবিনোদঃ, দরভংগা, কামেশ্বরসিংহ দরভংগা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, *1000*।

** Majumder, Girija Prasanna. Upavanavinoda, kolkata, The Indian Research Institute, 1935*।

** B Bahura, G. N. . Sing, Dr. Chandramani. UpavanVinod , Jaipur, Publication Scheme, 2002*।

* সাধলে, ড. নলিনী.খাণ্ডেলবাল, ড. সুনীলকুমার. লাল, ড. শিবচরণ.উপবনবিনোদঃ, অন্ধ্রপ্রদেশ,
এশিয়ান এগ্রি হিস্ট্রি ফাউন্ডেশন, *2013*।

*বোরকার, শ্রী দ.ব.উপবনবিনোদ অর্থাৎ বৃক্ষায়ুর্বেদ, নাশিক, ডা. ত্র্যং. ম. গোগটে প্রতিষ্ঠান,
2021।

** Pandey, Prof. Gyanendra. Vrikshayurveda of Surapala, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series office, 2021*।

** Jugnu, Dr. Shrikrishna. Surapala'sVrikshayurveda, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2003*।

** Science In Sanskrit, New Delhi, Sanskrit Bharati, 2012*

* মজুমদার, শ্রী গিরিজা প্রসন্ন. প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদবিদ্যা, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, চৈত্র –
১৩৫৩।

Cite Your Article as

Avik Tripathy. (2024). উপবনবিনোদে বৃক্ষায়ুর্বেদ. In Scholarly Research Journal for Interdisciplinary studies (Vol. 12, Number 82, pp. 213–223). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11216097

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies